গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

ক. বাংলা আকর গ্রন্থ :

ঘোষ, ঋতদীপ (সম্পাদিত)	:	বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৪, ডিডি ১৮/১১ সল্টলেক, কল-৬৪
ঘোষ, ঋতদীপ (অনুবাদ ও সম্পাদনা)	:	ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ৩১ জানুয়ারি, ২০১২, ডিডি ১৮/১১ সল্টলেক, কল-৬৪
সরকার, বাদল	:	নানামুখ, প্রকাশক-অঞ্জলি বসু, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৮, ২৬৮ যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
	:	পুরোনো কাসুন্দী, লেখনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
	:	পুরোনো কাসুন্দী (২য় খণ্ড), লেখনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৭, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
	:	প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮
	:	নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪১৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	নাটক সমগ্র (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	চারটি নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১০, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
	:	এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক-অঞ্জলি বসু, নব মুদ্রণ, আষাঢ়

১৪০২, ২৬৮ যোধপুর পার্ক, কল-৬৮।

: নাট্যসংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৪১৪, ভারতী বুক এজেন্সি, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-০৯

: থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৯০, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রিট, কল-০৯

খ. ইংরেজি আকর গ্রন্থ :

সরকার, বাদল : The Third Theatre, first published by Badal Sircar on August, 1978

: THE CHANGING LANGUAGE OF THEATRE Maulana Abdul Kalam Azad Memorial lecture, 1982, published by Badal Sircar, printed by BIT BLITS 30b/1 Sarat Ghosh Garden Road, Calcutta-31

গ. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ :

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : সত্তর দশক, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯

করগুপ্ত, অভিজিৎ : থিয়েটার থিয়েটার, প্রকাশক-কালিন্দী ব্রাত্যজন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪, পি ৬৫, কালিন্দী হাউজিং স্কিম, কল-৮৯

ঘোষ, অসিতকুমার : বাংলা নাটকের রূপ-রীতি ও আঙ্গিক (১৮৫২-১৮৭২), করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮, ১৮এ, টেমার লেন, কল-০৯

চক্রবর্তী, দেবাশিস : পরিক্রমা তিন দশক, মীরা প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, ৪২২, গড়ফা মেন রোড,

		কল-৭৫
চক্রবর্তী, রথীন	:	রঁম্যা রল্যাঁর পিপলস্ থিয়েটার, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ	:	ভরতের নাট্যশাস্ত্র একটি সহজ পাঠ, শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, হেরাসিম লেবেদেফ সরণি, কল-৭১
চট্টোপাধ্যায়, মোহিত	:	নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৮, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪
চৌধুরী, দর্শন	:	গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯
	:	বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
	:	নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ভাবনা এবং থিয়েটারে রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ	:	রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষা সচিব শ্রী বীরেন্দ্র মোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশ কাল, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কল-০৯

: রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১২৫-তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পুর্নমুদ্রণ, পৌষ ১৪১০, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭

ড. ঘোষ, অজিতকুমার : নাটক ও নাট্যকার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০০, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩

: বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩

: বাংলা নাট্যভিনয়ের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কল-০৬

ড. ঘোষ, অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার, একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৩, দূলমি-নডিহা, পুরুলিয়া

ড. ঘোষ, জগন্নাথ : রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯

ড. দে (সরকার), গীতশ্রী : দুই দশককের বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৪৭-১৯৬৭), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৪, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল-৭৩

ড. বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ : ছয়ের দশকে নাটক ও অভিনয়, এস.এস. পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৪, ৫ বি কলেজ রো, কল-১২

ড. পাল, সঞ্জয় : বাংলা নাটকে গণ-আন্দোলন নির্বাচিত চিরায়ত নাটক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল- ০৯

ড. মণ্ডল, বিভাসকান্তি : বাদল সরকার, নাটকে আগমন এবং হাসির নাটক, প্রকাশক, অরিন্দম ভৌমিক, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪১৯, গিরিনগর, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক-০৮৫

	:	থার্ড থিয়েটার এবং বাদল সরকার, আগন্তুক, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪২১, ৩৪০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (দোতলা), ঢাকা-১০০০
	:	এবং বাদল সরকার এবং ভিন্ন ধারার নাটক, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, ০৬ বিধান সরণি, কল-০৬
ড. মণ্ডল, তপন	:	উনিশ শতক সামাজিক নাটক ও প্রহসনে নারী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১০, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
দত্ত, উৎপল	:	আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪
	:	গদ্য সংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৬, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
	:	নাটক সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪১১, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩
দত্ত, সুনীল	:	নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১ জানুয়ারি ১৯৮৭, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯
দাশ, ভবেশ (সম্পাদিত)	:	অজিতেশ, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯
দে, সন্ধ্যা	:	অন্য ধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৪, ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কল-৩২

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, ডিডি ১৮/১১ সল্টলেক, কল-৬৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক (সম্পাদিত) : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬

: থিয়েটারের জলহাওয়ায়, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কল-০৪

: থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র বিশেষ সংকলন সংখ্যা, প্রকাশক - উত্তম দে, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, ৫এ রাজ্য রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কল-০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য : বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

: ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশকাল, জানুয়ারি, ২০০২, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০২, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২

: শেকস্‌পীয়র ও তাঁর থিয়েটার, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট, ২০১২, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২

বসু, বিষ্ণু : থিয়েটার ভাবনা, গণমন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৯, ৩৩এ/১এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কল-৫০

বসু, সৌমিত্র : বাকি ইতিহাস অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, শুভ দীপাবলি, কার্ত্তিক ১৪২১, ৫৫ ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কল-০৯

বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত) : বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১১ মার্চ, ২০০০, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

বসু, গঙ্গাপদ : নাটক ও নাট্যকথা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-৩২

বিশ্বাস, দেবব্রত (সম্পাদিত) : বাংলা নাট্যচর্চা ঐতিহ্য উত্তরাধিকার, বাঙলার মুখ প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, মধ্যমগ্রাম, কল-১২৯

: বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা, নবজাতক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১১, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কল-০৭

ভট্টাচার্য, বিজন : রচনাসংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৫, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার : নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩

মজুমদার, স্বপন : সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩

মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়, অফবিট পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পি-৩১৮, লেকটাউন, কল-৮৯

মিত্র, শম্ভু : নাট্যভাষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, অগাস্ট ২০০৮, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

: প্রসঙ্গ নাট্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭১, ৩৮ বিধান সরণি রোড, কল-০৬

মিত্র, তৃপ্তি : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম জানুয়ারি ২০০১, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪

মুখোপাধ্যায়, অশোক : শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০১৮, ৮০/১ মহাত্মা

গান্ধী রোড, কল-০৯

: প্রসঙ্গ নির্দেশনা, প্রয়াগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫, ৪/৫ নীলাম আবাসন, রবীন্দ্র সরণি, কল-৪৯

রায়, কুমার : কবির অভিঘাত ও কবির নাটক, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, ১৯৯৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

রায়চৌধুরী, দেবাশিস : ভারতীয় নবনাট্যের স্বর্ণযুগ বারোজন যুগনায়ক, পরম্পরা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০২১, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

রায়, দেবাশিস : থিয়েটারি তর্ক থিয়েটারি বিতর্ক, প্রকাশক কালিন্দী ব্রাত্যজন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩, পি ৬৫, কালিন্দী হাউজিং স্কিম, কল-৮৯

রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার: অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬

রক্ষিত মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৭, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

সরকার, পবিত্র : নাটকের সন্ধানে, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কল-০২

সিকদার, অশ্রুকুমার : সাহিত্যের সমাজ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯

ঘ. ইংরেজি গ্রন্থ :

Grotowski, Jerzy : Towards a Poor Theatre, edit by Eugenio Barba, Routledge A Theatre arts Book, New York, First Routledge edition, 2002

Pradhan, Sudhi : Marxist Culture Movement in India, Chronicles and Documents, Vol-I, Pustak

Bipanani, Kol, 1st Edition, July 1979

৬. পত্র-পত্রিকা :

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত) : নাট্যবিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, ৩৫ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ২০০১, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯

: নাট্যবিষয়ক সংখ্যা, অনুষ্টুপ, চতুস্ত্রিংশ বর্ষ, ২য় ও ৩য় যুগ্ম সংখ্যা, ২০০০, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯

চক্রবর্তী, দেবাশিস (সম্পাদিত) : অঙ্গন নাট্যপত্র, অন্য রীতির মুখপাত্র, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, নবপর্যায়ে ২য় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৮৭, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৬-ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নবপর্যায়ে ৫ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৮, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫

: অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ৯ম, ১০ম যুগ্ম ও বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৯, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স,

		কল-৪৫
	:	অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ১১-১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫
	:	অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, ১৩-১৭ বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯০, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫
	:	অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, নবপর্যায়ে প্রথম সংখ্যা, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, ২৬/২ গল্‌ফ গ্রীন আরবান কম্‌প্লেক্স, কল-৪৫
চ্যাটার্জী, সৌমিত্রকুমার	:	প্রসঙ্গ বিজন, নাট্যকথা, ১৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯, ২১ বি রাধানাথ বোস লেন, কল-০৬
ড. ঘোষ, অরূপরতন (সম্পাদিত)	:	অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, আমডিহা, পুরুলিয়া
ড. বেরা, মদনমোহন (সম্পা.)	:	এবং মহুয়া, ২২ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি, ২০২০, কে. কে. প্রকাশন, গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর-১০১
দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত)	:	বইয়ের দেশ, ৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১০, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০১
	:	দেশ, ৬০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০১
দে, উত্তম (সম্পাদিত)	:	নাট্য বক্তৃতামলা ৯, সায়ক নাট্যপত্র, নবপর্যায়, সংখ্যা ১, নভেম্বর ২০০১, ৫এ রাজা, রামকৃষ্ণ স্ট্রিট, কল-০৬
বড়ুয়া, সাধন (সম্পাদিত)	:	শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, উৎপল দত্ত বিশেষ সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি ২০১০, ১৪১-এ বান্ধবনগর, দমদল, কল-২৮
বসু, ব্রাত্য (সম্পাদিত)	:	ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পি-৬৫, কালিন্দী হাউজিং স্কিম, কল-৮৯
ভাদুড়ি, সত্য (সম্পাদিত)	:	পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৬, বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০
ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত)	:	কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, শারদ

১৪২০, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কল-৫৯

মজুমদার, সমীরণ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, অমৃতলোক ৭৫, জানুয়ারি ১৯৯৬, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর-১০১

মহেশ্বরী, রমন (সম্পাদিত) : গ্রুপ থিয়েটার, ৩৩ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১০, সি এফ ২০৪ সল্টলেক, কল-৬৪

: গ্রুপ থিয়েটার, ৩১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২০০৯, সি এফ ২০৪ সল্টলেক, কল-৬৪

রায়, কুমার (সম্পাদিত) : বহুরূপী বিশেষ সংখ্যা, প্রযোজনা ২, সংখ্যা ৭০, ১০ অক্টোবর, ১৯৮৮, ৭ লোয়ার রেঞ্জ, কল-১৭

সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পাদিত) : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা ৯৯, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মার্চ ১৯৯৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রোড, কল-২০

: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১৩, নাট্যসাহিত্য -নাটক বিশেষ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সেপ্টেম্বর ২০০৯, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১০, সাধারণ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১১, সাধারণ সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ডিসেম্বর ২০০৫, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রোড, কল-২০

: নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা/২ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, নভেম্বর ১৯৯৭, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

সেনগুপ্ত, গৌতম, সেন, যুগল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮০, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

: ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, নবপর্যায়ে ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮৫, পি. ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

: ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ৯ম সংখ্যা, এপ্রিল/জুলাই, ১৯৮২, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম ২৪ পরগণা

: ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ১৪তম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৫, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

: ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৮১, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

: ঋতম, ভিন্ন প্রথার থিয়েটারের মুখপত্র, ১৬তম সংখ্যা, নবপর্যায়ের দশম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬, পি ২৯১ বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা।

টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার:

১. নাট্যকার অধ্যাপক শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, তারিখ- ১৬ নভেম্বর ২০২২।

২. নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস চক্রবর্তী (বাদল সরকার নাট্যচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য), তারিখ-১৬ নভেম্বর, ২০২২।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি নাম:

অ

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি - ২

অমৃতলাল বসু - ২, ২১৮

অমর গাঙ্গুলী - ১৭৭

অমর মিত্র - ৩৪৯

অশ্বিনীকুমার সরকার - ৭

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯৯

অসিত বসু - ৩৬০

অনন্ত চেখভ - ১৯৮

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩, ৪, ৯৯, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৬

অহীন্দ্র চৌধুরী - ১০

অদ্রীশ বিশ্বাস - ১১৯

অভিষেক বসু - ১১৩

অমিয় দেব - ১১৮

আ

আগাস্তো বোয়াল - ১০৫

অ্যালডাস লিওনার্ড হাক্সলি - ১২

ই

ইউজিন গ্ল্যাডস্টোন ওনিল - ১২

ইবসেন - ১৮১

ইশরাত নিশাত - ৩৪২

ইউজিনো বারবা - ৭০

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ - ১

উ

উৎপল দত্ত - ৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৮৬, ১৮৭

ঋ

ঋত্বিক ঘটক - ১৭২, ১৭৮

এ

এইচ (হৈস্নাম) কানহাইলাল - ৩৩৬, ৩৩৯

ক

কনস্তান্তিন সিমোনভ - ১৮৮

কাবেরী বসু - ৩৫৯

কালী সরকার - ১৭৮

কল্যাণী ভট্টাচার্য - ১২৬

কেয়া চক্রবর্তী - ১৯৭

কৌশিক সেন - ৩৫৭

গ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - ২, ৯, ৪৬

গিরিশ কারনাড - ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫০

গঙ্গাপদ বসু - ৩

গৌতম হালদার - ৩৫৭

গোবিন্দ গাঙ্গুলী - ৩৭

চ

চণ্ডীচরণ সেন - ১৪

চৈতন্যদেব - ১১২

জ

জর্জ গ্রোটোস্কি - ২৪, ৬০

জে বি প্রিস্টল - ২২

জোয়েন শেখনার - ৬৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর - ২১৯

জুলিয়ান বেক - ৬৫, ১০২

জুডিথ ম্যালিনা - ৬৫, ১০২

জ্যোৎস্ন ঘোষ দস্তিদার - ১৮৮

ড

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য - ১০৬

ত

তাপস মুখোপাধ্যায় - ৯৪, ৯৫

তৃপ্তি মিত্র - ৩

দ

দীপঙ্কর দত্ত - ১১৬, ১৪৬

দীনবন্ধু মিত্র - ২১৮

দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত - ২০৫

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় - ২, ৯

দুলাল কর - ৩৮৪

দেবেশ চট্টোপাধ্যায় - ৩৫৭

দেবশঙ্কর হালদার - ৪

দেবাশিস মজুমদার - ১১৬, ১১৯৮, ২০১

দেবাশিস চক্রবর্তী - ২৯৭, ৩৫৮, ৩৫৯

দর্শন চৌধুরী - ২৯, ৭৩, ১০৫, ৩৫৪

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - ১০

ধ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ১৮৯

ধীরেন্দ্র বাস্ক - ১৩৭

ন

নরেশ মিত্র - ১০

নির্মলেন্দু লাহিড়ী - ১০

নিশাত জাহান রানা- ৩৪২

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ - ৩৪১

প

পঙ্কজ মুন্সী - ৪১, ৪৩, ৪৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র - ৩১০

প্রভাতকুমার দাস - ২০৪

প্রসন্ন রামস্বামী - ৩৩৬

প্রতাপচন্দ্র সিংহ - ১

প্রসন্নকুমার ঠাকুর - ১, ৩১

প্রতিভা অগ্রবাল - ৩৮

প্রবীর গুহ - ৩৫৯

ফ

ফিদেল কাস্ত্রো - ২৪০

ব

ব্রাত্য বসু - ৩৫৭

বিধায়ক ভট্টাচার্য - ২

বিজন ভট্টাচার্য - ৩, ১৬৫, ১৬৬

বার্টোল্ট ব্রেখট - ১০৪

বিশাখা রায় - ১২৪, ১২৫, ১৩৪

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ৮৭

বিনয় ঘোষ - ১৭৫

বিজয় তেণ্ডুলকর - ১৮৩, ৩৩৬

বিভাস চক্রবর্তী - ১৯৭

ব্রজেন্দ্রকুমার দে - ২০৩

ভ

ভরত মুনি - ২৯

ভবেশ দাশ - ১৬৫

ভূমেন রায় - ১০

ম

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য - ৩, ১৬৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৮৭

মণিকুন্তলা সেন - ১৬৮

মুকুন্দ দাস - ১১২

মহেন্দ্রলাল সরকার - ৭

ম্যাক্স ফিৎস্ - ২০০

মধূসূদন দত্ত - ১৮৮

মহেশ এলকুঞ্জওয়ার - ৩৩৬

মনীষ মিত্র - ৩৫৭

মোহিত চট্টোপাধ্যায় - ৭২, ৭৩, ১১৮, ৩৫৯

র

রতন থিয়াম - ৩৩৬

রামনারায়ণ তর্করত্ন - ২১৮

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত - ১৯৭

রথীন চক্রবর্তী - ২০১, ২০৮

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র - ৩৪, ২১৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১১৩

রবার্ট ব্রুস্টাইন - ৭০

রিচার্ড শেখনার - ৬৪, ১০০, ১০১, ১০২

ল

লুইগি পিরানদেল্লো - ১৯৭

লীলা মজুমদার - ৩১০

য

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - ১৮৮

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী - ২০৪

শ

শ্যামল ঘোষ - ১৬৯

শিশিরকুমার ভাদুড়ী - ২, ১০

শিশির দত্ত - ৩৪৩

শিবব্রত চট্টোপাধ্যায় - ৩৫৭

শম্ভু মিত্র - ৩, ৩৮, ৩৯, ১৭৩

শোভা সেন - ১৮৮

শোভা সরকার - ১১

শিবরাম চক্রবর্তী - ১৪

শেক্সপীয়র - ১৬

শেখর সমাদ্দার - ২০৫, ৩৫৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৩, ৩৪

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৭, ১০১, ১৪৭, ১৬৭

স

সফদার হাশমি - ২০৯

সর্গে আইজেনস্টাইন - ৮৫

সুধী প্রধান - ১৬৮

সুধন্ব দেশপাণ্ডে - ২০৮, ৩৬০

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় - ৬৩

সন্ধ্যা দে - ১৬৮, ১৮২

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৮৭

স্ট্রিন্ডবার্গ - ২০০

সত্যদেব দুবে - ৩৩৬, ৩৩৮

সেলিম আল দীন - ৩৪১

সৌমিত্র বসু - ৩৪৩, ৩৫৬

সুনয়ন মুখোপাধ্যায় - ৩৫০

সুমন মুখোপাধ্যায় - ৩৫৭

সমরেশ বসু - ২৩

স্বপন মজুমদার - ২৪১

সুরজিৎ ঘোষ - ১২৬, ১২৯

সুপ্রকাশ রায় - ১৩৭

হ

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় - ১৯০

হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ -১

হেমাঙ্গ বিশ্বাস - ১৮৯

ক্ষ

ক্ষীরোদপ্রসাদ - ২, ৯

ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী - ২

গ্রন্থনাম:

অ

অচলায়তন - ১৮৮

অঙ্গার - ১৮৯

অতিথি - ১৭

অঙ্গনারা - ৩৪৭

অবরোধ - ১৬৮

আ

আবু হোসেন - ৫৪, ২৯১

আগুন - ১৬৭

আন্তিগোনে - ২০০

উ

উলুখাগড়া - ১৭৪

এ

একেই কি বলে সভ্যতা? - ১৮৮

এ ডলস্ হাউস - ১৮১

এবং ইন্দ্রজিৎ - ২৩, ৪৬, ৬৬, ২৪২, ২৪৩

ক

ক চ ট ত প - ৩৪৬

কলঙ্ক - ১৬৮

কৃষ্ণপক্ষ - ১৬৯

কিং লিয়ার -১৬

কুলীনকুলসর্বস্ব - ২১৮

কবি কাহিনী - ২২, ৪১, ২১৭, ২৩৩

কিত্তনখোলা - ৩৪১

কেরামত মঙ্গল - ৩৪১

ক্যাপ্টেন হুরবা - ৮৯

খ

খাট্‌মাট্ ক্রিং-৮৮

গ

গাধায়ন-৩৪৭

গোত্রান্তর- ১৬৮

গণ্ডী-৩১২

চ

চলো সাবরে - ১৭০

চার অধ্যায় - ১৮০

চাঁদ বণিকের পালা - ১৮৩

জ

জন্মভূমি আজ - ৮৭

জীয়ন কন্যা - ১৬৮

জীবনরঙ্গ - ৩

জবানবন্দী - ১৬৮

জুলিয়াস সিজার - ১৬

জামাইবারিক - ২১৮

ট

টিনের তলোয়ার - ১৯১

ড

ডাকঘর - ১১৩

ত

ত্রিংশ শতাব্দী - ২৩, ২৭৫

তিন পয়সার পালা - ১৯৯

তুঘলক - ৩৩৭
তপতী-১১৪
তীর - ১৯০
থ
থিয়েটারের ভাষা - ৭৪, ১২২
দ
দুঃখীর ইমান - ৩
দি থার্ড থিয়েটার - ৭০, ৯৯
দাও ফিরে সে অরণ্য - ১৯৬
দ্রৌপদী - ৩৪০
দেবীগর্জন - ১৬৯
ন
নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র - ১৯৭
নানা রঙের দিন - ১৯৮
নটী বিনোদিনী - ২০০
নবান্ন - ১৬৯
প
পদ্মানদীর মাঝি - ৮৭, ৮৮
প্রস্তাব - ৬৭
পাগুবাণী -৮৮
প্রলাপ - ৩৮, ৩৯
পাগলা ঘোড়া - ৩৯, ২৮১
পুরোনো কাসুন্দি - ৯, ৩৬
পাপপুণ্য - ২০১
পথিক - ১৭৮
পুতুল খেলা - ১৮১
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস - ১৯৩
ফ
ফেরারী ফৌজ - ১৯০
ব
বন্ধু - ১৩
বড়ো পিসীমা - ৩৬, ২২৩, ২২৪
বাঘ - ২৩, ২৪
বাকি ইতিহাস - ২৩, ২৪, ৩৯, ২৩১
বিবর - ২৩
বল্লভপুরের রূপকথা- ২২, ৬১, ২৩১
বিবাহ বিভ্রাট - ২১৮
বিচিত্রানুষ্ঠান - ২২
বিদেহী - ১৯৬
বাঘচাল - ৩৫০
বেহুলা - ৩৪৬
বীজ - ৩৫০
বাসি খবর - ১২৫, ১৩৬
বিভাব - ১৭৯
বর্বর বাঁশি - ১৮৩
ব্যারিকেট - ১৯২
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ - ১৮৮
ভ
ভুল রাস্তা - ৮৮, ৯০
ভোমা - ১১৮, ৩০৩
ভানুমতীকা খেল - ১১৮
ভাঙা মানুষ - ১২৫
ম
মুক্তমেলা - ৬৭
মিছিল - ৬৭, ৮৯, ২৯৮, ২৯৯

মানময়ী গার্লস স্কুল - ২১৮
মুক্তি আশ্রম - ৬৮
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী - ১৯৮
মাদার কারেজ - ১০০
মানুষে মানুষে - ১২৫
মরাচাঁদ - ১৬৮
মুক্তধারা - ১৮১

য

যদি আর একবার - ২৩, ২৭১
যযাতি - ৩৩৭

র

রাম শ্যাম যদু - ২২, ৩৬, ২৩০
রাবণ - ২০৪
রূপকথার কেলেঙ্কারী - ৮৯
রাজা অয়দিপাউস - ১৮২
রক্তকরবী - ১৮০

ল

লাল পাঞ্জা - ১৩
লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী - ৩০২

শ

শনিবার - ২২৮
শেষ নেই - ৪৪, ৬১, ২১৭
শের আফগান - ১৯৯
শরতের মেঘ - ২০১
শারদোৎসব - ১১৩

স

সাগিনা মাহাতো - ২৫, ৪৫, ৬৩, ২৯১
সার্কাস - ২৮৭
স্পার্টাকুস - ২৫, ৫৪, ৬১, ২১৭, ২২১
সওদাগরের নৌকা - ২০১
সন্‌জেন্নাহ - ৩৩৯
সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস - ৩০৭

হ

হয়বদন - ২৩৭
হাতহদাই - ৩৪১

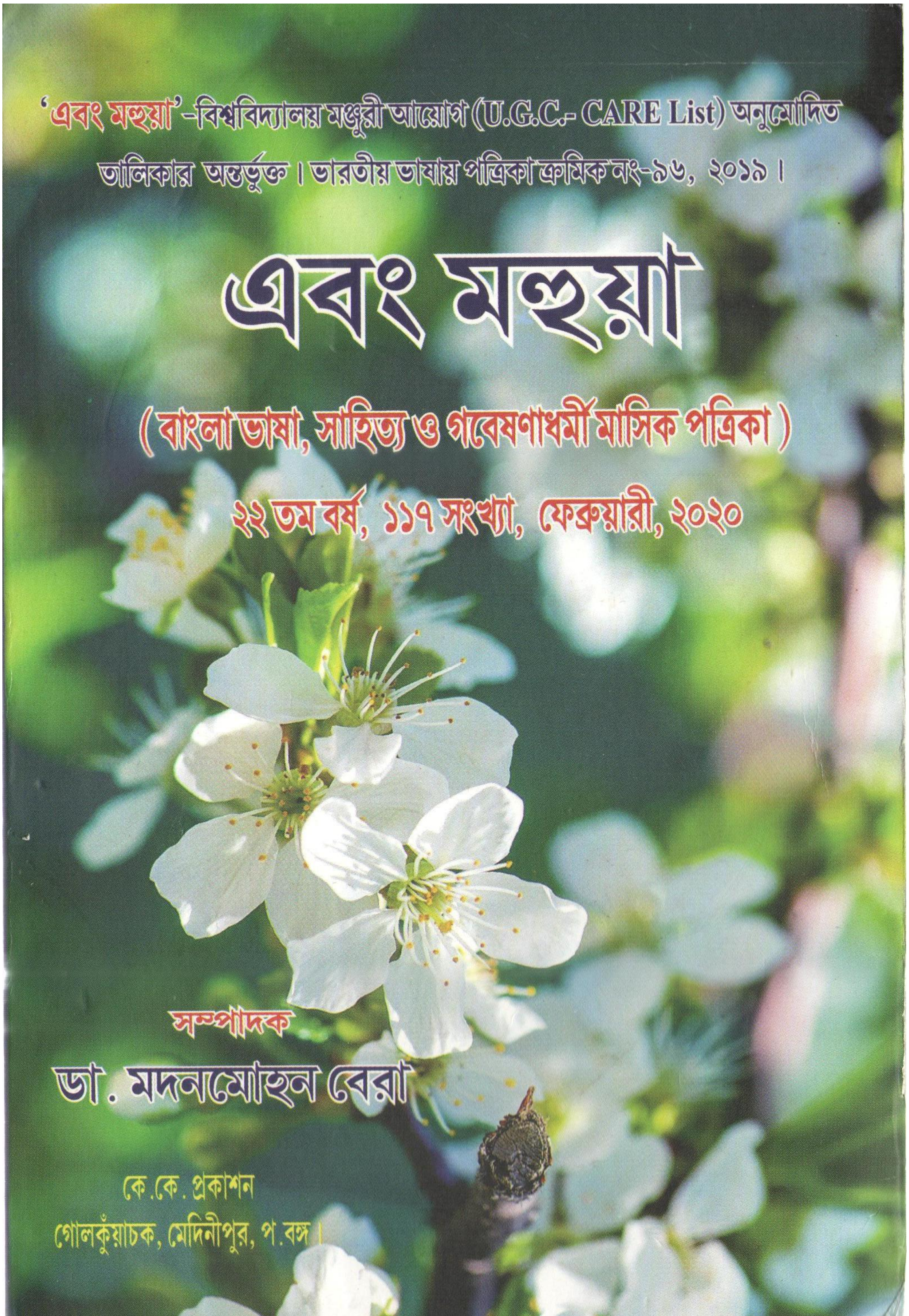

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 117 Volume

Feb,2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূ চী প ত্র

১. মনোজ বসু ও মানুষ গড়ার কারিগর
:: কৌশিক কুমার মাজী..৯
২. ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্রম প্রসারণ
:: শক্তিপদ শীট..১৬
৩.ভারতে ই-গভর্নেন্স : একটি পর্যালোচনা
:: স্বরূপ রাণা..২৪
৪.মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ
::স্বপ্নদীপা গান্ধী..৩২
৫.রবীন্দ্র ভাবনায় আলপনা
:: কৌশিক দাশগুপ্ত..৩৭
৬.বাংলা ভাষা আন্দোলনে সৈয়দ মুজতবা আলী
:: সিমুম খান..৪৩
৭.রাখাল সিংহের উপন্যাস ও উদ্দেশ্যমূলকতা
:: অনিমেষ পাল..৫১
৮.গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'আকাশ সীমা নাই' : নারীর দৃষ্টিকোণে নগর
:: প্রিয়মিতা ঘোষ..৫৫
৯.বাদল সরকারের'এবংইন্দ্রজিৎ'নাটকেরইন্দ্রজিৎ:তীর্থপথেরচিরপথিক
:: অমর চন্দ্র রায়..৬০
১০.সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রান্তিক শ্রেণীর চরিত্র : একটি অধ্যয়ন
:: বর্ণালী ব্যানার্জী..৬৬
১১.কথাসাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য
:: প্রসেনজিৎ মণ্ডল..৭২
১২.পরিবেশ চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
গান : একটি তুলনামূলক নিরীক্ষা
:: সমৃহিতা ভট্টাচার্য..৭৬
১৩.মেদিনীপুরের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে (১৮৩৫-১৮৫৭)—
অগ্রগতি পর্যালোচনা
:: শক্তিপ্রসাদ দে..৮৬

বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের ইন্দ্রজিৎ : তীর্থপথের চিরপথিক

অমর চন্দ্র রায়

নাট্যকর্মী বাদল সরকারের বহু আলোচিত এবং বহুচর্চিত একটি নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বহুরূপী পত্রিকায় (২২সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৫) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৬৮তে। প্রথম অভিনয় করে শৌভনিক, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, মুক্তাঙ্গন। নাটকটির মুখবন্ধে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময় লেখা। তখনকার ডায়েরীতে কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। ... এই নাটকটির জন্য নিন্দা আর প্রশংসা দুইই জুটেছে আমার কপালে। অনেক অপব্যাখ্যাকেও দেখেছি। আর কিছু না হোক, এটাকে সেইসব কারণেই বিতর্কিত বলা যেতে পারে।”

খ্যাতি বলতে এই নাটক পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, কানাড়া, তামিল এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়ে এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এই নাটক ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে মাদ্রাজে, অনুবাদ ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার শওরী গিরিশ কারনাড। মূলত এই নাটকের জন্যই রাতারাতি নাট্যকার বাদল সরকার ‘ভারতবর্ষের নাট্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর’ হয়ে গেলেন, পেলেন ভারতের সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার।

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ বাংলা নাটকের পালাবদলের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন। বিষয় উপস্থাপন, নাট্য নির্মাণ সবক্ষেত্রেই সনাতন ঐতিহ্যকে এখানে নস্যাৎ করে এক নতুন আঙ্গিকে নাটকটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নাটকে তথাকথিত কোন প্লট নেই। তথাকথিত কাহিনি নির্মাণেও নাট্যকার গুরুত্ব দেয়নি। এই নাটকের চরিত্রগুলিও চিরপ্রচলিত নাট্য চরিত্রের মতো নয়। নাটকে কোন চরিত্রই একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে আটকে থাকেনি। এরা কখনও ছাত্র, কখনও শিক্ষক, কখনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। নাট্যকার প্রথম অঙ্কই লেখক চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের সব চরিত্রেরই কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— “১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। এরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে

শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া চলে। এঁরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এঁরা অমল বিমল কমল।''[১] এবং ইন্দ্রজিৎ।

এই চারটি চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার এর মূল লক্ষ্য হলো ইন্দ্রজিৎ। তার নামই নাটকের নাম। লেখকের নাটকের নাম 'অমল, বিমল, কমল, ইন্দ্রজিৎ ও মানসী' দিতে চাইলে বিমল তাদের মত মানুষদের টানার কোনো দরকার নেই বলে আপত্তি জানায়। কারণ তারা 'কাটা সৈনিক'। আসলে এই নাটকে নাট্যকার অমল-বিমল-কমলের সঙ্গে নির্মল পরিচয়ের আড়ালে এক ইন্দ্রজিৎ-এর অন্বেষণ করেছেন। যিনি অমল-বিমল-কমলদের মত 'কাটা সৈনিক' নয়।

তিন অঙ্কের এই নাটকের প্রথম অঙ্কে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ বয়সের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের প্রৌঢ় ও পরবর্তী জীবন চর্চা এবং শেষ তৃতীয় অঙ্কে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মসমালোচনা ও সত্যপথের সন্ধান প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রায়নে জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এবং শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথা বা গতানুগতিক জীবন থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

নাটকের ইন্দ্রজিৎ রায় চতুর্থ দর্শক। যে নিজেকে প্রথমে সবার সঙ্গে মিলিয়ে নির্মল পরিচয় দিয়েছে। কেন এই গোপনীয়তা? তার উত্তর দিতে গিয়ে সে বলেছে 'অশান্তির ভয়'। 'হৃদয় খুঁড়ে' বেদনা জাগাতে সে চায়নি। সে জানে নিয়মের বাইরে গেলেই অশান্তি। কিন্তু 'লেখক'-এর বিশ্বাস সবাই অমল-বিমল-কমলের মতো 'নির্মল' হতে পারে না। 'লেখক'-এর অন্তর্গত সত্তার আহ্বানে ইন্দ্রজিৎ যেন পথ খুঁজে পায়। তাই শেষে স্বীকার করে সে নির্মল নয় ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ-এর ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় 'লেখক' দিয়েছেন তা হল ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেব অনুযায়ী তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। জন্ম, লেখাপড়া এবং কর্মস্থল কলকাতা। আর পাঁচজনের মতো সেও ভালোবেসে দেখেছে 'মেয়েমানুষেরে'। মানসী তার সেই ভালোবাসা। কিন্তু সেই সম্পর্ক পূর্ণতা পায় না সামাজিক নিয়মের গেরোয়। ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রাজনীতির জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে ইন্দ্রজিৎ বৃদ্ধ। ইন্দ্রজিৎ একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে 'সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে' পড়তে। কিন্তু পারে না; কারণ 'মা' এবং 'পরীক্ষা'র জন্য। এই আলাদা স্বভাবের ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে কমলরা ব্যঙ্গ করে বলেছে— 'চাপা নয়- ডাঁট। নিজেকে উঁচু স্তরের জীব মনে করে। ওসব টাইপ চেনা আছে আমার।'[২]

নিজের 'মুদ্রাদোষ'ই ইন্দ্রজিৎকে অমলদের থেকে আলাদা করেছে। সে সবার সঙ্গে একরকম ভাবে একসঙ্গে থাকলেও একই রকম জীবন যাপন করে না। একই রকম করে ভাবেনা। সে জীবনকে অমল-বিমল-কমলদের অবস্থান থেকেও যেমন দেখে, তেমনি দেখে নিজস্ব অবস্থান থেকে। সে পূর্ণ জীবনকে দেখতে চায়। অমলদের মতো মানুষেরা নিজেদের বাঁধা জীবনের ছাঁচে জীবনকে দেখে। নাটকের প্রথম সংস্করণে যে ছবি রয়েছে, তাতে দেখা যায় চারজনের মধ্যে একজন মাত্র বৃত্ত বা গণ্ডির বাইরে পা রাখতে চেষ্টা করেছে।

একটি পা বৃত্তের বাইরে এনেও ফেলেছে এবং গতি দেখে বোঝা যায় সে বৃত্ত থেকে এবার বেরিয়ে যাবে। বাড়িয়ে দেওয়া পায়ের মধ্যে সেরকম একটা ইঙ্গিত রয়েছে। বুঝতে পারি এই গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসা ব্যক্তি হলো ইন্দ্রজিৎ।

অমলরা একটি নির্দিষ্ট স্থানু- অবস্থানে ধৃত। তাঁরা বাঁধা ছকের বাইরে পা ফেলতে সাহস করে না। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ প্রতিটি অবস্থানে উপস্থিত হয়ে জীবনকে অন্যরকম ভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। তাই সে স্বপ্ন দেখে,— "একটা বহ্নিমান জ্বলন্ত উল্কার মতো দিগন্ত ভেদ করে উঠেছি- আকাশ চিরে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত চিরে, শুধু উঠে যাচ্ছি, যতোক্ষণ না উল্কার আগুনে নিঃশেষ হয়ে ভস্ম হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। শুধু আকাশে থাকছে একটা ক্ষণিক চোখ-ঝলসানো আলোর জ্বালা।"[৩]

স্থবির, জড়ত্ব নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলার সংকল্প নিয়ে ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে চলতে চায়। ইন্দ্রজিৎ নিয়মের গণ্ডিটাকে ঘেন্না করে, নিয়মের সেই প্রথাসিদ্ধ গণ্ডিকে ভেঙে ফেলতে চায়। যে দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্ঠে বাধা সব মানুষ, সেই দড়িটাকে পূজা না করে ইন্দ্রজিৎ দড়িটাকেই ছিঁড়তে চায়। ইন্দ্রজিৎ বলে— "দড়িটাকে ছিঁড়তে চাই। চারপাশে এই যে বদ্ধ কানা দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে চাই।"[৪]

এটা ঠিক যে সমাজের চারপাশের বদ্ধ কানা দেওয়াল গুলো ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে চাইলেও তা ইন্দ্রজিৎ করে উঠতে পারে না। কিন্তু যে নিয়মে স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে লীলার জায়গা হয়না, যে নিয়মে একটা সাত-আট বছরের ছেলেকে জুতো পালিশ করতে হয়, যে নিয়মে মানসীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় না, সমাজের সেই নিয়মগুলির বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদী সত্তাই তাকে নির্মলদের মতো হতে দেয়নি, সে হয়ে উঠেছে ইন্দ্রজিৎ। অমল-বিমল-কমল-মানসীরা নিয়ম খুঁটিয়ে দেখে। নিয়মের ভিতরেই তারা চলতে অভ্যস্ত। ইন্দ্রজিতের লড়াই তাদেরও বিরুদ্ধে। কার সঙ্গে তার লড়াই মানসীর এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রজিৎ তাই বলেছে— "দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ঐ যাকে সমাজ বলো-সেইটার সঙ্গে, তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে।"[৫]

এই চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের জন্যই ইন্দ্রজিৎ বাকিদের থেকে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রজিৎ অমল-বিমল-কমলদের দলে ভিড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই অমল-বিমল-কমলদের পদক্ষেপে উন্নাসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকলেও ইন্দ্রজিৎ-এর চোখে যন্ত্রণা ও পদক্ষেপে ক্লান্তি।

ইন্দ্রজিৎ রক্তমাংসের মানুষ। নানা ঘটনায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সে ক্ষত-বিক্ষত। কখনো কখনো ক্লান্তি-নৈরাশ্য-অবসাদ-হতাশা ইন্দ্রজিৎকে গ্রাস করেছে। নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে ইন্দ্রজিৎ-এর গতানুগতিকতা ভঙ্গে বৃত্তচ্যুত হবার যে স্বপ্ন বা ইচ্ছা; দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষান্ত হতে চেয়েছে এবং তৃতীয় অঙ্কে সেই ক্লান্তি আরও চরমে উঠেছে— তার স্বপ্ন শেষ হতে চলেছে এবং তার যন্ত্রণাও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সে বিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। তার এখন ধারণা— "বর্তমানটাও একটা না-জানা ভবিষ্যতের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অনির্দিষ্ট হয়ে

না থেকে সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট বিন্দু হয়ে যেতে পারে। অন্য ভাষায় তার নাম মরে যাওয়া।''[৬]

স্বপ্নহীন ইন্দ্রজিৎ নেমে আসে সাধারণের স্তরে। সে এখন আর বোঝাবার বা বোঝবার জন্য কথা বলেনা, অভ্যাসে বলে। তার স্বপ্ন যে ব্যর্থ-মরুভূমির মরীচিকা তা সমান্তরাল রেললাইনের দৃষ্টান্তে ব্যক্ত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ উপলব্ধি করে— ''যতটা হাঁটছি বিন্দুটা সরে সরে যাচ্ছে। পেছনেও যা সামনেও তাই।''[৭]

ইন্দ্রজিৎ যে আর স্বপ্ন দেখেনা, আগে দেখত- সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে হাজারীবাগের মানসীর প্রতি তার উক্তিতে— ''আমার ক্ষমতা নেই। কোনো দিন ছিল না। শুধু ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সাধারণ। স্বীকার করতে যতোদিন পারিনি- স্বপ্ন ছিল। আজ স্বীকার করি।''[৮]

ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারে না সে কি করবে। নিজের জীবন নিয়ে সে আজ দ্বিধাগ্রস্ত— ''কী করবো? ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বো? না, হেসে জীবনটাকে উড়িয়ে দেবো?''[৯]

শেষে দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। সে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে আলো ঝলসানো তো দূরের কথা, দিগন্ত ছেড়েই সে উঠতে পারেনি। তার স্বীকারোক্তি— ''আলো ঝলসানো না। আকাশে জ্বালা রইল না। আমি দিগন্ত ছিঁড়ে উঠতেই পারলাম না।''[১০]

অসহায় ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে— ''জানি না। আমি অনেক ভেবেছি। অনেক যুক্তি তর্ক বিচার মনে মনে করেছি। সব কিছুর উত্তর— জানি না। কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যুক্তি তর্ক আর ভাল লাগে না। কিছু করতেও পারছি না। শুধু ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।''[১১]

ইন্দ্রজিৎ-এর এই পরাজয় দেখে কোনো কোনো সমালোচক বাদল সরকারের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''এবং ইন্দ্রজিৎ নাটকে ইন্দ্রজিৎ এবং লেখক। উভয়ের সংলাপে এই জীবন প্রত্যয়ই ঘোষিত হয়েছিল যে, আমরা সবাই অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আলব্যের ক্যামুর The Myth of Sisyphus-এর কথা অবশ্যই মনে ছিল বাদল সরকারের। এই জীবনের মূল্য সম্পর্কে এই বই-এ ক্যামু বলেছিলেন, যুক্তি দিয়ে যে জগতের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করা যায় তা যত ত্রুটিপূর্ণই হোক, আমাদের পরিচিত জগৎ। কিন্তু যে জগতে মানুষ অকস্মাৎ তার সমস্ত মোহ ও আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে সে নিজেকে মনে করে একজন বহিরাগত। তার এই নির্বাসনের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি নেই।''[১২]

কিন্তু সত্যিই কি ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত জীবনের কাছে হেরে যাওয়া পরাজিত নায়ক? কোনো দেবত্বে বা অতি মানবতত্ত্বে ইন্দ্রজিৎকে উত্তীর্ণ করেননি নাট্যকার। ইন্দ্রজিৎ-এর হতাশা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য অবসাদ তাই স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আকাঙ্ক্ষা না পূরণের নৈরাশ্য নিয়ে সে মানুষ। সেই জন্য যন্ত্রণা ও হতাশায় সে আবার নির্মলকুমার বলে নিজেকে পরিচয় দিতে চেয়েছে, সাধারণ হতে চেয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও ইন্দ্রজিৎ নির্মল হতে পারেনি। কারণ অমল-বিমল-কমলদের মতো তার প্রমোশন নেই, বাড়ি করা

নেই, ব্যবসার স্কিম নেই। কী করে সে নির্মল হবে। চেষ্টা করেও তাই সে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারেনি। ইন্দ্রজিৎ একা এবং নিঃসঙ্গ। জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতার মানুষটির মতো এক 'বোধ'তাকে তাড়িত করেছে। তাই সকলের মধ্যে থেকেও সে নিঃসঙ্গ। বারে বারে নির্মল হতে চায়। কিন্তু পারে না। ইন্দ্রজিৎ 'বোধ'এর মানুষটার মতই যেন বলতে চেয়েছে—

"সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
... ...
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি?"[১৩]

ইন্দ্রজিৎ গতানুগতিকতার স্রোতে বদ্ধ হতে চায় না। অন্য সবার মতো হয়েও সে এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখে। "তার তো অন্য সবার মতো ছকে বাঁধা জীবন নেই। তাই অন্য এক তাড়নায় সে এগিয়ে চলে।"[১৪] ইন্দ্রজিৎ অমল-বিমল-কমলদের মতো আরও অগণন সংখ্যার মানুষের মতো হারেনা, হেরে যায় না। এই অগুণতি মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েও ইন্দ্রজিৎ জীবনের জন্য লড়ে যায়, জীবনকে ভালোবেসে পাঞ্জা কষতে যায়। সে টিকে থাকার জন্য লড়েনা, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লড়ে। অমল-বিমলদের সাপেক্ষে ইন্দ্রজিৎ তাই 'হিরো'। জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ ইন্দ্রজিৎকে গ্রাস করলেও শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে 'তবু ঠেলতে হবে', 'তবু বাঁচতে হবে'। 'সিসিফাস-এর মতো নিয়মিত ঘেরাটোপের চেতনায় আক্রান্ত হলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেতনা জাগিয়ে রাখতেই হয়।'[১৫] শূণ্যতার দমবন্ধ করা পরিসর থেকে প্রতিমুহূর্তে উঠে যাওয়া ধাপে ধাপে অস্তিত্বের খোঁজে এগিয়ে চলে ইন্দ্রজিৎ। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়লেও জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ নয়। জীবনকে গভীরভাবেই সে উপভোগ করতে চায়। জীবন থেকে সে পালিয়ে যায়নি। ইন্দ্রজিৎ জানে 'জীবন। মহামূল্যবান জীবন'। এই জীবন নিয়েই এতো বিবেচনা, এতো হিসেব। জীবনের প্রতি তার গভীর অনুরাগ। তাই সে মানসীকে বলেছে— "রাত্রে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে বইয়ে পড়া অ্যাস্ট্রনমি যদি ভাবিস, এর ছোট্ট সৌরজগতের ছোট্ট পৃথিবীটার কোনো মূল্য থাকে? এই কীটাণুকীট মানুষগুলোর কোনো মূল্য থাকে? তাই বলে সেই কথা যদি সব সময় ভাবি, বেঁচে থাকা যাবে?"[১৬]

জীবনের পথে তাকে চলতেই হবে। সাধারণ হলেও তার সেই অমল-বিমল-কমলদের সঙ্গে একই সারিতে চলার উপায় নেই। লেখক ইন্দ্রজিৎকে তাই বলেছে—

''তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার নির্মল হবার আর উপায় নেই।''[১৭] কারণ— ''আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা।''[১৮]

এ পথ শেষ নয়, পূর্ণ হয়না মনোরথ। উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন হয়েও এগিয়ে চলার লড়াই-ই একমাত্র পথ। উদ্দেশ্যহীনতা, তার মধ্যবিত্ততা আর তা অতিক্রমণের স্বপ্নই ইন্দ্রজিতের সংগ্রাম। জীবনে অনেক গ্লানি, পরাজয় ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ জীবনের কাছে হেরে যায়নি। তাই 'তীর্থযাত্রা'তেই শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস রেখেছে। এ বিশ্বাস 'নেতি'-র নয়, 'ইতি'-র, শূন্যের নয়, অলীক হলেও এক প্রত্যাশার। ইন্দ্রজিৎ 'তীর্থপথ'কে জীবনের 'ধ্রুবতারা' করেই জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে—

''জীবনের প্রথম প্রভাতে
বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু'হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের- মনে যেন রয়।''[১৯]

তথ্যসূত্র :

১. সরকার, বাদল, এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, কলকাতা- ১৫, নবম মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪০২, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৫।

২. তদেব, পৃ. ১৬। ৩. তদেব, পৃ. ৭৯। ৪. তদেব, পৃ. ২৬।

৫. তদেব, পৃ. ২৬। ৬. তদেব, পৃ. ৬৫। ৭. তদেব, পৃ. ৬২।

৮. তদেব, পৃ. ৬৫। ৯. তদেব, পৃ. ৬৬। ১০. তদেব, পৃ. ৭৯।

১১. তদেব, পৃ. ৬২।

১২. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, নাট্যকর্মী বাদল সরকারকে একটি খোলা চিঠি, পৃ. ২৬।

১৩. দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা- ৭৩, সপ্তম মুদ্রণ- আশ্বিন ১৩৯৫, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ২০।

১৪. মিত্র, কুন্তল, অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫২।

১৫. চৌধুরী, দর্শন, নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৪০।

১৬. সরকার, বাদল, এবং ইন্দ্রজিৎ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, কলকাতা- ১৫, নবম মুদ্রণ- আষাঢ় ১৪০২, জুলাই ২০০৬, পৃ. ৫৪।

১৭. তদেব, পৃ. ৮০। ১৮. তদেব, পৃ. ৮১। ১৯. তদেব, পৃ. ৮২।

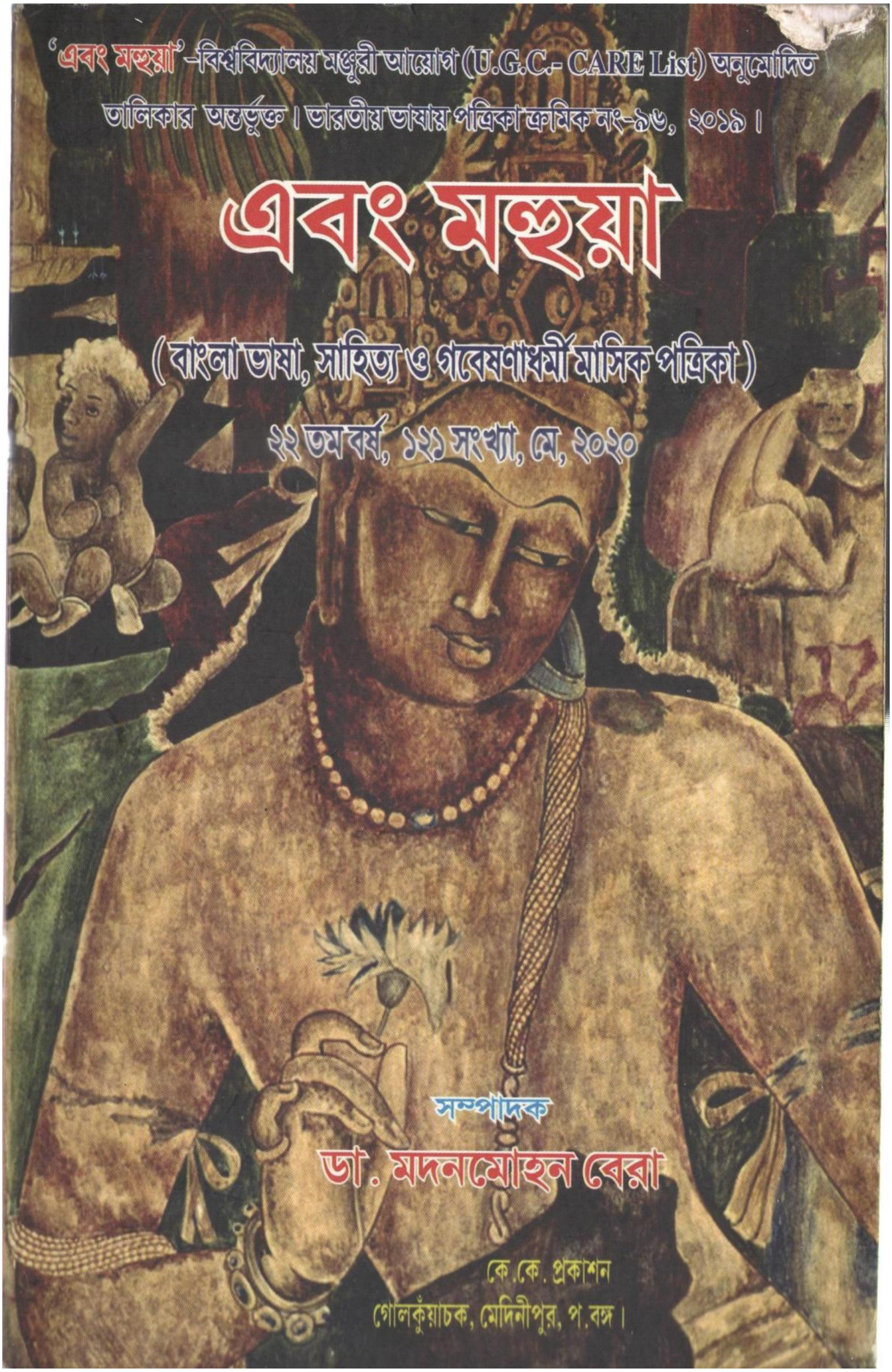

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভূক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২১ সংখ্যা, মে, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 121 Volume

May, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

১৫.বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী,নবান্ন, দেবীগর্জন : প্রান্তিক
মানুষের বেঁচে থাকার করুণ সংগ্রাম
:: টিটু ঘোষ...১১১
১৬.শৈশবকালীন শিশুদের অপসংগতিমূলক আচরণের উপর
একটি সমীক্ষা
:: লালকৃষ্ণ খাঁড়া...১১৮
১৭.স্বদেশী আন্দোলনে বাংলা সঙ্গীতে স্বদেশী ভাবনা
(১৯০৫-১৯১১) : একটি ঐতিহাসিক আলোচনা
:: প্রসেনজিৎ রায়...১২২
১৮.বিশ শতকের শেষের দিকের নারী কবিদের দৃষ্টিতে ধর্ম :
একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
:: সেখ পারভেজ হোসেন..১৩১
১৯.ভিন্নধর্মী মাতৃসত্ত্বার আলোকে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য
:: জয়ন্ত ঘোষ...১৩৭
২০.শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের চোখে নরেন তথা বিবেকানন্দ
:: মৌসুমী দাস..১৪২
২১.বাংলার গ্যারিক গিরিশচন্দ্রের নাট্য জগত থেকে
থিয়েটার মঞ্চে পদার্পণ
:: সঞ্চয় মণ্ডল..১৪৬
২২.বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব:প্রসঙ্গ 'ভুল রাস্তা'
:: অমর চন্দ্র রায়...১৫৫
২৩.সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প উত্তরাধিকার :এক আত্ম বংসী
আদিম প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
:: চিন্ময় কুমার মাইতি...১৬২
২৪.গান্ধীজী ও বিপ্লবীরা : প্রেক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন
:: শচীন চক্রবর্ত্তী...১৬৯
২৫.মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা
:: জয়দেব নায়েক...১৭৯
২৬.লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বাস্তবতা—প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক
বাংলার লোকক্রীড়া
:: মহঃ আবু নাসিম...১৮৬
২৭.অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের বয়ন
শিল্পীদের দুর্দশা নিরসনে আবেদন, প্রতিরোধ ও তার পরিণাম
:: কাজী আক্তার আলি ১৯৬

বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'ভুল রাস্তা'

অমর চন্দ্র রায়

লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের কোনদিনই কোন আত্মিক যোগ ছিল না। একজন নগরের লোক হিসেবে তিনি নগরনাট্য তথা প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। থিয়েটার বলতে তিনি স্টেজের বাইরে কিছু জানতেন না। একটি সাক্ষাৎকারে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

"আমি নগরনাট্যটা মেনে নিয়েছি, যাকে পরে দ্বিতীয় থিয়েটার বলেছি। কারণ আমি নগরের লোক যেখানে থিয়েটার বলতে স্টেজই বোঝায়...।"[১]

লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে বাদল সরকারের সেই অর্থে কোন ধারণাও ছিল। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন—

"লোকনাট্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ভীষণভাবে কম। সুযোগ পেলেই দেখি, আজও দেখি, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু পরিচয়টা ভীষণ কম।"[২]

লোকনাট্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা আর পাঁচজন শহুরে মানুষের থেকে আলাদা নয়। তিনি মনে করেছেন এগুলি রাজরাজার কাহিনি, বড় বেশি মধ্যযুগীয়। লোকনাট্য সম্পর্কে এই স্বল্প ধারণার কারণেই তিনি লিখেছেন—

"...প্রথম থিয়েটার- লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। আশ্চর্য এক আকর্ষণী ক্ষমতা গ্রামবাসীর কাছে। অথচ দু-একটি তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনও যোগাযোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেই সব দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি মানুষকে বলে— যা হয় তাই হয়, যা হয় তাই হবে।"[৩]

কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে বাদল সরকার লোকনাট্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করেছেন, তিনিই আবার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে সেই লোকনাট্যের আঙ্গিককেই ব্যবহার করেছেন। আসলে লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে তিনি যা'ই ধারণা থাকুক না কেন এর আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। কিন্তু সেই আঙ্গিক যে থিয়েটারে ব্যবহার করা সম্ভব এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। এই চিন্তা প্রথম আসে বিদেশে 'থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড' পদ্ধতিতে নাটক দেখে। এই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড আমাদের দেশের লোকনাট্য, যাত্রার মতো মাঝখানে চত্বরে হয়, চারিদিকে দর্শক বসে। তিনি উপলব্ধি করলেন এই মাধ্যমেই দর্শককে বেশি করে নাড়া দেওয়া যায়। প্যারিসে সেই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মানুকে ১৬.১২.১৯৬৪

সালের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"এবার মনে হোলো, প্রচলিত সে'জের থেকে এই মাধ্যমে দর্শকদের অনেক বেশি নাড়া দেওয়া যায়। সেট নেই, সাজসজ্জা নেই। তিনটে কেঠো টেবিল, ছ'টা কেঠো চেয়ার, দু'চারটে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ মনে হোলো কয়েকটা জীবন্ত লোককে দেখছি। ...অভিনেতাদের দর্শকের এতো কাছে আসা যে সম্ভব, আগে যেন ধারণা ছিল না।"[৪]

বলা যায় এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে লোকনাট্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। যে কারণে আমরা দেখি কলকাতায় ফিরে এসে এর অল্প কিছুকাল পরে জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ (জুন ১৯৭১ – মে ১৯৭৩) নিয়ে 'থিয়েটার অফ সিন্থেসিস অ্যাজ এ রুরাল আরবান লিঙ্ক' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ লোকনাট্যের কাছাকাছি চলে আসেন। বাদল সরকার চেয়েছেন গ্রামীণ লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম থিয়েটার— এই দুই থিয়েটারের রীতিকে বর্জন না করে দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিকল্প একটি নাট্য। দুটি থিয়েটারেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে গ্রহণ করেছেন। এই দিকটি লক্ষ করে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক আলাপচারিতায় তাই জানিয়েছেন—

"...উনি নিজের *The Third Theatre*-এ যে আলোচনাটা করেছেন তাতে ফার্স্ট থিয়েটার বলে তিনি লোকনাটকের যে কথাটা বলেছেন এবং সেটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নাটককে ছেড়ে তিনি যে *Theatre of Synthesis*-এর কথা বলছেন— মানে ঠিক ছেড়ে তো আর সিনথেসিস হয় না। এক অর্থে এইটা নয়, ওটা নয়, আমি একটা নাটক করছি, এর মধ্যে দুয়ের কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তার একটা *Synthesis* ...।"[৫]

সুতরাং বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তথা তাঁর অঙ্গন-মঞ্চ মুক্তমঞ্চের ভাবনায় কিংবা নাটকের বিষয়বস্তুতে লোকনাট্যের প্রভাব যে থাকবে এটা স্বাভাবিক। লোকআঙ্গিক যেমন তিনি থিয়েটারে ব্যবহার করেছেন, তেমনি লোকনাট্যের বহু বিষয় এবং উপাদানকে বাদল সরকার তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন। অনেক ক্ষেত্রে লোকনাট্যের বিষয়টাকেই তিনি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন দর্শকের সামনে। বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের নাটকগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন— 'লক্ষীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৪), 'ভানুমতীকা খেল' (১৯৭৪), 'রূপকথার কেলেঙ্কারী' (১৯৭৪) এবং সর্বোপরি 'ভুল রাস্তা' (১৯৯২)। এই প্রবন্ধের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু 'ভুল রাস্তা' নাটক। এই নাটকে বাদল সরকার কীভাবে লোক আঙ্গিক, লোকনাট্যকে ব্যবহার করেছেন এবং সেই আঙ্গিকের মাধ্যমে কীভাবে তাঁর নিজস্ব নাট্যদর্শনকে তুলে ধরেছেন তার একটা মূল্যায়ন করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

'ভুল রাস্তা' নাটকটির প্রথম প্রকাশ 'দেশ' ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২। প্রথম অভিনয় ২ মার্চ ১৯৮৯, সিন্ধু ভবনের অঙ্গন মঞ্চে। অভিনয় করেন বাদল সরকারের নাট্যদল

শতাব্দী। এরপর অঙ্গন মঞ্চ ছাড়িয়ে মুক্তমঞ্চে, খোলা আকাশের নিচে বহুবার 'ভুল রাস্তা' নাটকটি অভিনীত হয়। ১৯৯০ সালের ২৫-২৬ মার্চ শতাব্দী নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম পরিক্রমা সময় 'ভুল রাস্তা' নাটকটি অভিনয় করে। ১৯৯৬ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি একই ভাবে হুগলির সীতাপুর ও জঙ্গিপাড়ার বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা কালে শতাব্দীর একটি অন্যতম সহযোগী দল শতকও 'ভুল রাস্তা' অভিনয় করে। নাটকটি যে লোকনাট্য আঙ্গিক থেকে নেওয়া এটা নাটকের শুরুতেই নাট্যকার আমাদের স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

"এটি একটি 'গল্প-বলা নাটক'। এই ধরনের নাট্যাভিনয় আমাদের লোকনাট্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত। তার মধ্যে 'পাণ্ডবানি' বাঙালি দর্শকের কাছে পরিচিত। একটি 'পাণ্ডবানি' অনুষ্ঠান দেখেই এই নাটক লেখার কথা প্রথম মাথায় আসে।"[৬]

অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু এদেশের দেশজ লোকনাট্য থেকে নেওয়া এটা তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন। শুধু তাই নয় নাটকের অভিনয়ের যে নির্দেশনা বাদল সরকার দিয়েছেন তা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার মতই। তিনি বলেছেন—

"অভিনয়-প্রাঙ্গনের চারিপাশে দর্শকরা, এক কোণে চার-পাঁচজনের একটি গান-বাজনার দল। ঢোলের বাজনার মধ্যে অভিনেতা ঢুকবে নাচতে নাচতে। তারপর যা বলবার, সে একাই বলবে, গানের সময়ে সহায়তা করবে গান-বাজনার দল। হাতের বড়ো রেশমি রুমালটিকে বিভিন্ন বস্তু হিসাবে ব্যবহার করবে অভিনেতা।"[৭]

নাটকটির এই অভিনয় আঙ্গিক একেবারে লোকনাট্যের মতো। লোকনাট্যে খোলা মঞ্চে, চারিদিকে দর্শক রেখে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে অভিনয় চলে। অনেক লোকনাট্যে একজন মূল গায়েন থাকেন, তার সঙ্গে থাকেন দোহারী। মূলত নৃত্য-গীত সহযোগে লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহৃত হয় নিজস্ব তৈরি নানান রকম বাদ্যযন্ত্র। দর্শক এবং অভিনেতার একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। অভিনেতা এবং দর্শক এর মধ্যে চলে একটা পারস্পরিক সংলাপ। আর এভাবেই লোকনাট্যের কাহিনি এগিয়ে যায়। বাদল সরকার এই নাটকে সেই লোকআঙ্গিকেই অনুসরণ করেছেন।

'ভুল রাস্তা' নাটকের একটিই চরিত্র একজন ফুটপাতবাসী ভিক্ষুক; যিনি নানারকম গল্প শুনিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পেট চালায়। গল্পকথক ভিক্ষুক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে—

"একটা গল্পো, এক কহানী- কানে শুনবেন, মনে ধরবেন- হাঁ হাঁ বাংলা গল্পো, হামি তো বংগালি আছি! তব ভি এখুনি রাষ্ট্রভাষা হোলো না? তাই থোড়া কুছ হিন্দী বুলি- খিচড়ি খান না? খিচড়ি? এ ভি খিচড়ি আছে। মাফ করে লিবেন বাবুজী লছিম মাঈ- লিখাই পড়াই শিখলাম না বিলকুল, কাজকাম জানলাম না, তাই এই খিচড়ি ভাষা খিচড়িকি কহানী- এহি হামার রুজি-রোজগার! যদি শুনে ভালো লাগে, যদি দিল খুশ হো যায়, তোবে- না না, সোনাচাঁদি মাঙবো না, সির্ফ দো-চার পয়সে সিকি

আধলি দোয়া করে গরিবকে– আরে হেই, ঝননন নননন ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঝননন নননন ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় ঢ্যাম্ কুড়কুড় বাঃ!"[৮]

একেবারেই লোকনাট্যের আঙ্গিকে নাটকটি শুরু হয়। নাটকের বিষয়বস্তু সঙ্গে দর্শকের এই সংযোগ সাধন প্রক্রিয়া লোকনাট্যের মতো। কথকতার ঢঙে নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আসর জমিয়ে নাটকের বিষয় দর্শনের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে ফুটপাত নিবাসী সাধারণ মানুষের সামনে নাটক অভিনীত হচ্ছে ফলে ভাষা ব্যবহারে কোথাও কোনো নাগরিকতার ছাপ নেই। হিন্দি, বাংলা মিশিয়ে এমন এক মিশ্র ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা সহজেই দর্শকের অনুভূতির মধ্যে পৌঁছায়। নাটকের একমাত্র চরিত্র সেই ভিক্ষুক বলে চলে এক গল্প। ঠিক রূপকথার গল্পের মতো— এক ছিল রাজা, তার ছিল এক রাজপুত্রের গল্প। কেমন দেখতে সেই রাজপুত্র? 'যেমন হোয় আর কী– রূপকথাতে শুনিয়েছেন না? অমনি রাজার বেটা খুবসুরৎ নওজওয়ান যুবরাজ!'[৯]

সেই রাজপুত্র একদিন দূর দেশে পাড়ি দেয়। কেননা তার মায়ের ইদানিং সবরকম খাবারে অরুচি দেখা দিয়েছে। কোন কিছুই তিনি খেতে পারছেন না। অবশেষে সেই অরুচি অসুখ দূর করার এক উপায় জানা গেল যে 'জম্বুস্থানকা অম্বুফল'[১০] খাওয়াতে পারলে রাজমাতা সুস্থ হবেন। তাই রাজপুত্র দেরি না করে বেরিয়ে পড়লো সেই ফলের সন্ধানে। রাজকুমার বনের পথে পথে ঘুরে অম্বুফলের সন্ধানে। বনের পথে চলতে চলতে একদিন সে পথ হারিয়ে ফেলে। ভুল রাস্তায় সে চলে যায়। শেষমেষ সে আশ্রয় পায় বনের এক কাঠুরিয়ার কাছে। সেখানে এক কাঠুরিয়াকে ভাই, কাঠুরিয়ার মাকে মা বলে। সে ক্রমে ক্রমে অতীত জীবন ভুলে নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়। ভুলে যায় অম্বুফলের কথা। ফেলে আসা রাজত্বের অতুল সম্পদ ও বৈভব, সেখানকার রাজস্ব প্রথা, আর তাকে ভাবায় না। বলা যায় এতো সে-ই রূপকথার গল্প। একেবারেই নির্ভেজাল কথকতার ঢঙে আগাগোড়া নাটকটি রচিত এবং সেইভাবে অভিনীত হয়।

রূপকথার মতো শুনতে লাগলেও এই নাটকের গল্প আসলে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের গল্প, বাস্তবের গল্প। সেই 'কহানী' বলার জন্যই নাট্যকার লোকনাট্যের আঙ্গিককে বেছে নিয়েছেন। চিরকালই সাধারণ মানুষ বঞ্চিত, তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। তারা শাসকের অন্নসংস্থানের জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যকার নাটকের মধ্যে সমাজের সেই শ্রেণিবৈষম্যকেই তুলে ধরেছেন—

"রাজা হোবে খানেওয়ালা খিলানেওয়ালা কোন্
বোলে খিলানেওয়ালা কোন্

এ তো সহজ কথা বাবুজী, সিধী বাৎ। খানেওয়ালা রাজা তো খিলানেওয়ালা পরজা। হাঁ, রাজা খাবে তো খাওয়াবে পরজা।"[১১]

বাদল সরকার এই শ্রেণিবৈষম্যকে ভাঙতে চান। তাই লোকনাট্যের রাজরাজার কাহিনি অন্তরালে তিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। লোককথার মধ্যেই যুক্ত করে দেন দেশকালের ঘটে চলা নানা দুর্নীতির প্রসঙ্গ। যে কারণে রাজার কোৎওয়ালের সঙ্গে ফুলের ব্যবসাদারদের বন্দোবস্তকে বলেন, "আরে সমঝে নহী? কমিশন কমিশন, দস্তুরী, বোফোর্স!"[১২] গল্প বলতে বলতে কথক এত সাবলীলভাবে প্রসঙ্গটি যুক্ত করে দেন যে নাট্যকারের সচেতন সমাজ ভাবনার যোগ থাকলেও তা বিন্দুমাত্র অসঙ্গত মনে হয় না। এভাবেই নাট্য কাহিনির গল্পটির সঙ্গে সাম্প্রতিককালের সংযোগ সাধিত হয়েছে।

সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি নাট্যকার বাদল সরকার এখানে গ্রাম-শহরের বৈষম্যকে খুব চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি বাদল সরকারের বহু নাটকে এই দ্বন্দ্বটা বারবার উঠে আসে। এই নাটকেও তিনি সেই দ্বন্দ্বটাকে তুলে ধরেছেন—

"শহর ছোড়কে গাঁও-গ্রাম। গ্রামে বড়ো বড়ো বাড়ি না আছে, চওড়া চওড়া রাস্তা না আছে, না আছে দুকান না আছে বাজার, না আছে গাড়ি না আছে ঘোড়া, খালি ক্ষেতি-হি-ক্ষেতি। আর ইখানে উখানে বীচ্-বীচমে জমাট-বান্ধা গাছগাছালি পেড় বাগ্যায়রহ্ কুঁড়ে ঝোপড়ি গরিব কিষানকা ঘর।"[১৩]

বাদল সরকার থিয়েটারের মাধ্যমে সেই বৈষম্যের অবসান চেয়েছেন। 'ভুল রাস্তা' নাটকের রাজপুত্রকে গরীব ঘরে শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন।

সুনশান জঙ্গলের পথে রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে রূপকথার আবহ রচনা করা হলেও তারপর রাজকুমারের যে জীবন যাপনের কথা নাটকের কথক গল্পের আকারে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন তা একেবারেই বাদল সরকারের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। দর্শন চৌধুরী এ প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"এখানে বাদল সরকার অনেকাংশে কার্ল মার্কস-এর শ্রম-অর্থনীতির চিন্তায় বক্তব্যকে সাজিয়েছেন। তবে বলার ভঙ্গিটি তথ্যভারাক্রান্ত নয়— লোককথার আঙ্গিকে, কথকতার ঢঙে শ্রমজ অর্থনীতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়।"[১৪]

রাজপুত্রকে 'ভুল রাস্তা'য় এনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নাট্যকার এভাবেই মিশিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল যা চলে আসছে— রাজার ছেলে রাজা, এই মিথকে বাদল সরকার ভাঙতে চেয়েছেন। তাই খুব সহজেই কাঠুরিয়ার ছেলে রাজপুত্র কে বলতে পারে 'তুম কৌন্ হো? ... রাজা? যুবরাজ? উও সব ক্যায়া হোতা হ্যায় রে?'[১৫] এ যেন সাধারণ মানুষের সুমধুর প্রতিশোধ। নাট্যকারের স্বর এখানে গল্প কথকের স্বরে মিশে গেছে। রাজপুত্র যে ভুল রাস্তায় এল নাট্যকারের মতে '... ওহি ছিল ঠির রাস্তা...'[১৬] এই রাস্তা খুঁজে পাওয়ার নাটকই হল 'ভুল রাস্তা'।

লোকনাট্যের মতোই এখানে নাটকের কথক অভিনয় চলতে চলতে দর্শকের

সঙ্গে মত বিনিময় করে নেন। নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শককে জুড়ে দেন। যেভাবে নাটের কথক অভিনেতা বারবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জেরাসা ভাবিয়ে দেখবেন বাবুসাব, শোচ লীজীয়ে মাঈজী,'[১৭] তখন বাবুসাব, মাঈজী আর দর্শক থাকে না, নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠে। নাটকের কথক চরিত্র রাজপুত্রের রাস্তা ভুল ছিল না ঠিক ছিল তা বিচার করার ভার সেই দর্শকদের উপরেই ছেড়ে দেন, দর্শক কি বলে সেটা শুনে নিতে চান। তবে সেই সঙ্গে কথক একটা সুতীব্র তীরভেদী প্রশ্ন রেখে শেষ করেন তার রুজি-রোজগারের জন্য বলা গল্প— "জেরা এক বাৎ শোচিয়ে বাবুমশাই, একটা কথা একটু ভাবিয়ে দেখেন লছিম মাঈ-ঐ যে রাস্তা, জঙ্গলকা রাস্তা, কাঠুরিয়াকা ঝোপড়ি-তক, উও ভুল রাস্তা ছিল, কি ওহি ছিল ঠিক রাস্তা? ভাই বোলনেকা রাস্তা, মা বোলনেকা, দোস্ত বোলনেকা রাস্তা ঠিক হ্যায়। কি লাথ মারনেকা রাস্তা ঠিক হ্যায়।"[১৮]

এরপরেই ভিক্ষুক উপস্থিত দর্শকদের সামনে একটা কাপড় পেতে ধরেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দর্শক বা শ্রোতার কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের জন্য। দর্শকেরা খুশিমনে যে যার সাধ্যমত পয়সা দিয়ে চলে যায়, নাটক শেষ হয়। এই শেষ আঙ্গিকটিও একেবারেই লোকনাট্যজাত, যা বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের দর্শনের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন। বাদল সরকার বলেছেন—

"...দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। ...এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই তাই পয়সা নেব না— তাহলেই কিন্তু ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর, আমরা উচ্চস্তরে। আমরা সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখি, দেখতে চাই, যেহেতু তা ফ্রি। এটাই মানবিক ক্রিয়া। এর সঙ্গেই দর্শনটা এসেছে।"[১৯]

এভাবেই 'ভুল রাস্তা' নাটক ঠিক রাস্তা দেখায় আর তার আঙ্গিকেও বোনা হয়ে যায় বাদল সরকারের নাট্য আন্দোলনের দর্শন।

আসলে বাদল সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসংযোগ। তাই নাটকের গঠনে বা আঙ্গিকে এবং বিষয়ে বিন্যাসের বুদ্ধিগ্রাহ্য কৌশল ছেড়ে বেছে নিয়েছেন লোককথার আঙ্গিককে, লোকজীবনের পরম্পরাকে। সাধারণ মানুষের অতি চেনা বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়েই তিনি তাদের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। লোকনাট্যের আঙ্গিকের ভেতরেই তিনি বুনে দেন তাঁর দর্শন এমনভাবে যা তাঁকেই অতিক্রম করে ভিন্ন নাট্যমাত্রা আনে। আর এখানেই বাদল সরকারের টেক্সট্ থাকে অক্ষতথ্যসূত।

তথ্যসূত্র :

১. বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, সুরজিৎ ঘোষ, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৪০।

২. বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, বিভাস চক্রবর্তী, সাক্ষাতকারটি ০১.০৯.৯১-এ নেওয়া হয়, পরবর্তীতে নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ১৯৯৯ প্রকাশ করেন, পৃ. ২৫৬।
৩. ঘোষ, ঋতদীপ; বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, তৃতীয় থিয়েটারের বাঙালি দর্শক, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা ১৪, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৬৯।
৪. সরকার, বাদল; প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, কলকাতা ৭৮, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ২২৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক; বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, প্রকাশক থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, কলকাতা ২৬, পৃ. ২০৩।
৬. সরকার, বাদল; ভুল রাস্তা, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩১।
৭. তদেব, পৃ. ৩১।
৮. তদেব, পৃ. ৩১।
৯. তদেব, পৃ. ৩২।
১০. তদেব, পৃ. ৩২।
১১. তদেব, পৃ. ৩৩।
১২. তদেব, পৃ. ৩২।
১৩. তদেব, পৃ. ৩২।
১৪. চৌধুরী, দর্শন; নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, প্রকাশক একুশশতক, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৯০।
১৫. সরকার, বাদল; ভুল রাস্তা, দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ; মিছিলে বাদল সরকার, গুরুচণ্ডা প্রকাশনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা, ২০১৮, কলকাতা ৩২, পৃ. ১৯।

ICSSR Sponsored International Seminar *27th - 29th January, 2020*

Combating Child Trafficking: Vulnerability, Efforts and challenges

ময়নাগুড়ি কলেজ
MAYNAGURI COLLEGE

Organized by :

Department of Geography

Maynaguri College

In Collaboration with

Department of Lifelong Learning and Extension

University of North Bengal

উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Enlightenment to Perfection

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs./MS. Amar Chandra Roy

of Sukanta Mahavidhyalaya

attended in ICSSR Sponsored International Seminar on 'Combating Child Trafficking: Vulnerability, Efforts and Challenges , organized by the Department of Geography, Maynaguri College, University of North Bengal, held during 27th-29th January, 2020. He/She Participated/Presented a research paper/ delivered Special Lecture/Chaired a Session entitled শিশু পাচার প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

Dr. Sudip Chakarborty Patron Seminar Organizing Committee	**Susmita Pandit** Teacher-In-Charge Maynaguri College	**Dr. Madhusudan Karmakar** Convener Seminar Oranizing Committee	**Prof. Mahbub Ul Alam** Co-Convener, Department of Lifelong Learning and Extension University of North Bengal

EKALAVYA
A BENGALI REFEREED JOURNAL
ISSN 2395- 3276

একলব্য গবেষণাধর্মী বিচারিত পত্রিকার উদ্যোগে

একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয়ঃ কেন রবীন্দ্রনাথঠাকুর?

প্রসঙ্গঃ শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি

শংসাপত্র

তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ || স্থানঃ বিশ্বামিত্র ভবন, দিনহাটা || সময়ঃ সকাল ১১ টা

একলব্য গবেষণাধর্মী বিচারিত পত্রিকার উদ্যোগে, একলব্য প্রকাশনী, দিনহাটা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, উত্তরায়ণ কলেজ অফ ল এবং দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগিতায়—

"কেন রবীন্দ্রনাথ ? প্রসঙ্গঃ শিক্ষা- শিল্প- সাহিত্য- সংস্কৃতি" শীর্ষক একদিনের জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্রে প্রবন্ধপত্র উপস্থাপনার জন্য/ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য—

....কে

শংসাপত্রটি প্রদান করা হল।

পঠিত প্রবন্ধের শিরোনামঃ রবীন্দ্রনাথ এবং বাদল সরকার: প্রসঙ্গ মুক্ত থিয়েটার

আহ্বায়ক	সভাপতি	আমন্ত্রিত বক্তা
জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯	জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯	জাতীয় আলোচনাচক্র ২০১৯

Our Online News Partner:
কোচবিহার টাইমস NEWS
কোচবিহার টাইমস
হামার খবর
মাটির মানুষের মনের খবর
সংবাদ একলব্য
আপনার মুখপত্র, আপনার ইস্তাহার

সহযোগিতায়

দিনহাটা মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

উত্তরায়ণ কলেজ অফ ল

দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

একলব্য প্রকাশনী
Gov. of INDIA M.S.M.E. & ISO 9001:2015 Certified
নাজিরগঞ্জ, দিনহাটা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৩৪
মোবাইল- ৭৬০২৭২১৮১০
ইমেইল- ekalavyajournal@gmail.com
www.ekalavyaprakashani.co.in

ISO 9001 CERTIFIED
BRIT QUALIS
UDYOG AADHAR MSME